সমকাল, ০৯ জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা নং-০৪, শ্রেণীসংখ্যা- ০৭০.৪০৮

সমকাল
০৯-০৭-১২
পৃঃ –

দেশকে এগিয়ে নিতে হলে উচ্চশিক্ষাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে

মুনিরউদ্দীন আহমেদ, প্রো-ভিসি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

প্রফেসর ড. মুনিরউদ্দীন আহমেদ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপ-উপাচার্য। তিনি ২০০৯ সালের ১১ মে পরবর্তী ৪ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। প্রফেসর মুনির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে সেখানেই ১৯৭৬ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে কর্মরত অবস্থায় ১৯৮২ সালে তিনি জার্মানির ফ্রি ইউনিভার্সিটি বার্লিন থেকে একই বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে শতাধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার। দেশের প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায় কলাম লেখা অব্যাহত রেখেছেন তিনি। অধ্যাপক মুনিরউদ্দীন আহমেদ তার ৩৭ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের চেয়ারম্যান, ডিন, সিলেকশন গ্রেড প্রফেসর, প্রফেসর, এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পর্যন্ত তার মেডিসিন ও মিডিয়া সন্ত্রাসের ওপর লেখা ৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রফেসর মুনিরউদ্দীন আহমেদ ১৯৫২ সালের ২ নভেম্বর ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার নুরপুর গ্রামে শিক্ষক পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। ছাত্রজীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রথম হয়েছেন তিনি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সেস গোল্ড মেডেল পদকে ভূষিত হয়েছেন। সম্প্রতি সমকালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি উচ্চশিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। তার সাক্ষাৎকার এখানে উপস্থাপন করা হলো :

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, সভ্যতার ক্রমবিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। উচ্চশিক্ষিত জাতি গঠনে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। পাসকৃত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণে যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চ্যালেঞ্জের মুখে তখনই কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। রাজনীতি ও শোষণমুক্ত ক্যাম্পাস গড়নে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এক সেশনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তিন সেশনে ভর্তি ব্যবস্থা চালু করে মানুষের শিক্ষা নামক মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে সবার পক্ষে আর্থিক সমস্যার কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি অনুদানে চললেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বেতন নির্ভরশীল।

উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনাব মুনির বলেন, স্বাধীনতার ৪০ বছর পেরিয়ে গেছে, কী পেলাম কী পেলাম না, তা বড় কথা নয়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এক দশক আগেও উচ্চশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। আজ বেসরকারি পর্যায়ে ৬২টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অনেক কলেজেও অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। বর্তমান সরকার ঢাকার বাইরেও বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে, যা একটি শুভ লক্ষণ। দেশের মানুষকে মেধাবী ও শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে উচ্চশিক্ষাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবে ছাত্র-শিক্ষকদের লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতির কারণে জাতি হিসেবে অনেক পিছিয়ে গিয়েছি। সবাইকে মনে রাখতে হবে এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। ব্যক্তিগতভাবে

আমি মনে করি, শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান বৃদ্ধি করতে হলে ক্যাম্পাসভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে শিক্ষা ও রাজনীতি একসঙ্গে চলতে পারে না। তবে স্বকীয়তা বজায় রেখে ছাত্রদের অধিকার আদায়ে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংসদ থাকা আবশ্যক। ১৯৭৩ সালের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের অপব্যবহার চলছে দেশে। ফলে দলীয় চিন্তধারা প্রভাবিত হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে। যার প্রতিফলন সম্প্রতি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে। দলীয়ভাবে নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য হওয়ায় যোগ্যতার কোনো মূল্যায়ন নেই। মেধার অবমূল্যায়ন হলে এক সময় মেধাশূন্য হয়ে যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

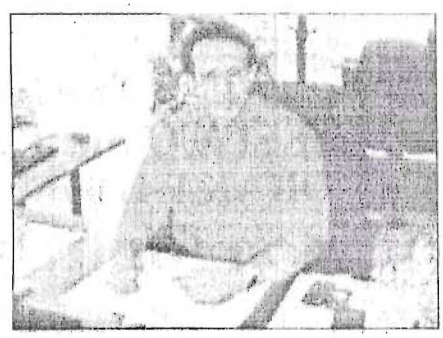

তিনি উল্লেখ করেন, দেশের পাইওনিয়ার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। ১৯৯৬ সালের শেষদিকে মাত্র ৬ জন শিক্ষক, ২০ জন ছাত্র ও ২টি অনুষদ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু। আজ ১০টি অনুষদ, সাড়ে সাত হাজার ছাত্রছাত্রী এবং তিন শতাধিক শিক্ষক পাঠদান করছেন ওই প্রতিষ্ঠানে। প্রায় ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে দেশ-বিদেশে উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের দায়িত্বে রয়েছেন প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য ড. ফরাসউদ্দিন আহমেদ। শতভাগ সেশনজটমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। স্প্রিং (জানুয়ারি), সামার (মে) এবং ফল (সেপ্টেম্বর) ৩টি সেশনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। চলতি বছরের এপ্রিলে রামপুরা আফতাব নগরে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিফট করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়। মেধাবীদের সুযোগ দিতে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর, ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোটা অনুসরণ করা হয় না। দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। তাই সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় রেখে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর অভিপ্রায়ে এগিয়ে চলছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে জনাব মুনির বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন থাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার। তাছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হওয়ায় সব পরিবারের পক্ষে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানদের পড়ালেখা করানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। একজন শিক্ষার্থীকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে হলে প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা প্রদান করতে হয়। তাছাড়া অন্যান্য খরচও সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেতননির্ভর হওয়ার কারণে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের কম বেতন কিংবা বিনা বেতনে পড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি বিত্তশালীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়াও মানসম্পন্ন শিক্ষক সংকট, ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট সম্পর্কে সরকারকে ভাবতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষিত জাতি গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্টদের মনিটরিং বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে Center of Excellence হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। নবীন শিক্ষার্থীদের বলতে চাই, শুধু সার্টিফিকেট লাভের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান লাভের [illegible] টেকনিকাল জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। এককথায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে [illegible] প্রয়োজন।

East West University LIBRARY 43, Mohakhali C/A